প্রাণের সৃষ্টির উৎস জল

"আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন জল থেকে। তাদের মধ্যে কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ে চলে এবং কেউ চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ যা চান তাই সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" কুর'আন (২৪:৪৫)

জল হল জৈবিক বস্তুর মূল উপাদান, জীবের ওজনের ৫০% - ৯০% হল জল। তাছাড়া সাইটোপ্লাজমের (কোষের প্রাথমিক উপাদান) ৮০% হল জল। কুর'আন প্রকাশের বহু শত বছর পর সাইটোপ্লাজমের বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়।

সুস্থিতকারী হিসাবে পর্বতমালা

পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে হয়ে চলা কম্পনকে বাধা প্রদান করে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থিতকারীর ভূমিকা পালন করে। ঈশ্বর কুর'আনে বলেছেনঃ "এবং তিনি পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে তা তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়....." কুর'আন (১৬:১৫)

অনুরূপভাবে আধুনিক প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব অনুযায়ীও এ কথা সত্য যে পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের স্থিতকারী হিসাবে কাজ করে। প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের আলোকে স্থিতকারী হিসাবে পর্বতের ভূমিকার কথা বিজ্ঞানীরা সবে মাত্র অনুধাবন করতে শুরু করেছেন।

কি বলছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা?

ডঃ কিথ এল মুর, শরীর ও কোষ বিদ্যার অধ্যাপক এমেরিটাস, ফ্যাকাল্টি আফ্ মেডিসিন এর প্রাথমিক বিজ্ঞানের এসোসিয়েট ডিন এবং শরীর-বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি "দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান" বইটির লেখক ছিলেন, যেটি আটটি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা একক লেখকের রচিত সেরা বই হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

একটি অধিবেশনে অধ্যাপক মুর বলেছেনঃ "মানব বিকাশ সম্বন্ধে কুর'আনের বক্তব্য সুস্পষ্ট করার কাজে সাহায্য করতে পারা আমার জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই ভক্তব্যগুলো, মহাম্মদের (সাঃ) কাছে যে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রেরিত, তা আমার কাছে পরিষ্কার, কারণ এর প্রায় সমস্ত জ্ঞান বহু শতাব্দী পর আবিস্কৃত হয়েছিল। আমার কাছে এটা প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই একজন ঈশ্বর প্রেরিত দূত।"

ডঃ টি. ভি. এণ. পারসড, ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার, শরীর -বিদ্যার অধ্যাপক, শিশু রোগ ও শিশু স্বাস্থ্যর অধ্যাপক, এবং ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগবিদ্যা ও প্রজননবিদ্যার অধ্যাপক, ১৬ বছর লেখক বা সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮১-টিরও বেশী বৈজ্ঞানিক পেপার ক্ষেত্রে কানাডার সবচেয়ে বিশিষ্ট পুরস্কার জে.সি. বি. গ্রান্ট অয়া পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

কুর'আনের আশ্চর্যজনকভাবে সত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর তার গবেষণার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছিলেনঃ

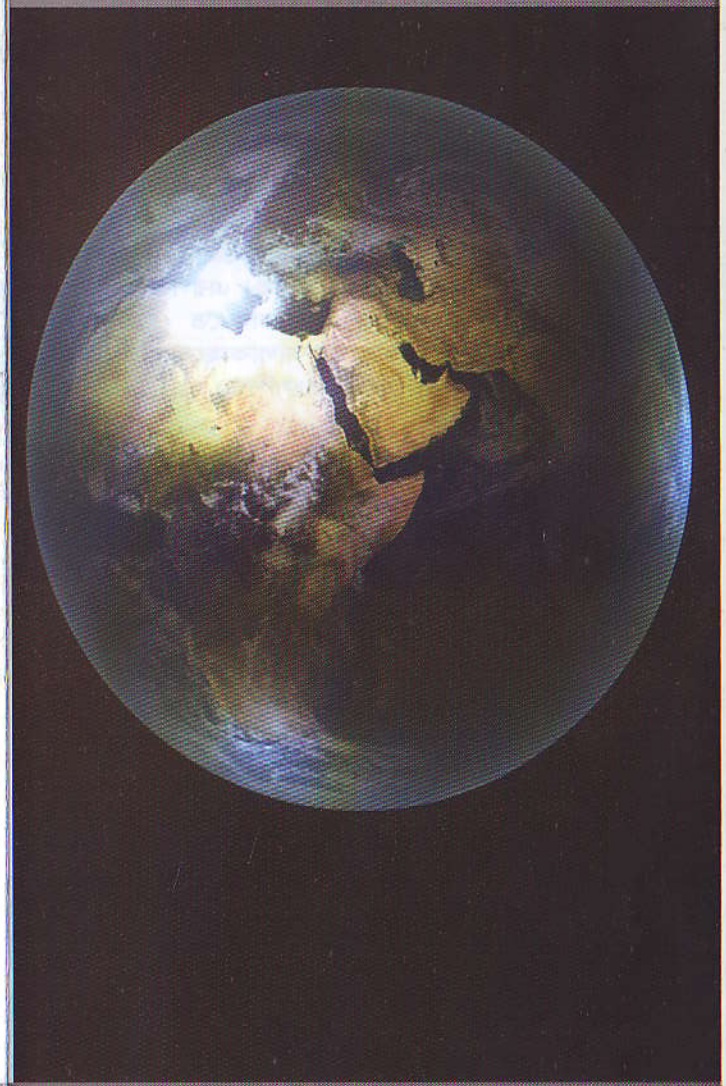
"আপনাদের কাছে একজন নিরক্ষর মানুষ আছে যার সুগভীর মতামত ও বিবৃতি বৈজ্ঞানিকভাবে আশ্চর্যরকম সঠিক; এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি মানি না যে এটা কেবল নিছকই একটি ঘটনা। যেখানে একেবারে নির্ভূল বক্তব্যের সংখ্যা অনেক, এবং ডঃ মুর-এর মতো আমার মনেও এটা মানতে কোনও অসুবিধা নেই যে তাঁর বক্তব্যগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা বাণী থেকে আগত।"

উপসংহার

এই পুস্তিকায় কুর'আনে উল্লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস মাত্র প্রকাশিত ।স্থানাভাবের জন্য জলচক্র, সমুদ্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, মানব শরীর-বিদ্যা, উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল প্রভৃতি বিষয়ে কুর'আনের বক্তব্য অন্তর্ভূক্ত করা গেল না। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি ১৪০০ বছর আগেই উদ্ঘাটিত হয়েছিল, যখন ঐ রকম আবিষ্কারের জন্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং জ্ঞান দুটোই অপর্যাপ্ত ছিল। এটা প্রমাণ করে যে শুধু এই তথ্যগুলিই নয়, পরন্তু কুর'আনের বাকি বিষয়বস্তুও এক সত্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঐশ্বরিকভাবে প্রকাশিত যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড ও তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তাই তাদের মাঝে থাকুন যারা কুর'আনের সৌন্দর্য্য ও সত্যকে পাঠ ও উম্মোচন করে, যাতে আপনারা এই পার্থিব জীবন ও তার পরে আগত জীবনের সৌন্দর্য্য ও সত্য উম্মোচন করতে পারেন।

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us
98 3631 5658 Exploreislam101@gmail.com www.Exploreislam.in

বিজ্ঞান এবং ইসলাম



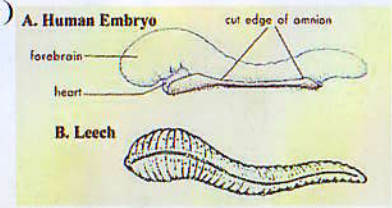
explore Islam Peace . Mercy . Eternal Bliss

ভূমিকা

সমগ্র মনুষ্যত্বের জন্য ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরিত শেষ বাণী হল কুর'আন। যদিও কুর'আন (যেটা চোদ্দোশো বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিল) কোন বিজ্ঞানের বই নয়, কিন্তু এই গ্রন্থে বহু বৈজ্ঞানিক সত্য দেখা যায়, যেগুলি খুব সাম্প্রতিক কালেই অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদির সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোনও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না, বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে, সৃষ্টির সঠিক অধ্যয়ন ও উপলব্ধির দ্বারাই মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা এবং তার সার্বভৌমত্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রকৃতভাবে অবহিত হতে পারে।

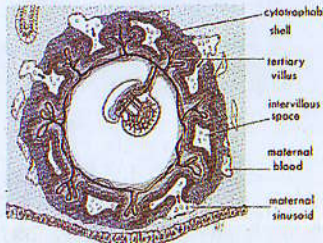
মানব ভ্রূণের বিকাশ

পবিত্র কুর'আনে, ঈশ্বর মানব ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে বলেছেনঃ ''আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেছি আলাকাহ-তে (জোঁক, ঝুলন্ত বস্তু এবং রক্তপিন্ড), অতঃপর আলাকাহকে পরিণত করি মুদগাহ-এ (চর্বিত দ্রব্য/ মাংসপিন্ড) ..... '' কুর'আন (২৩ঃ১২-১৪)

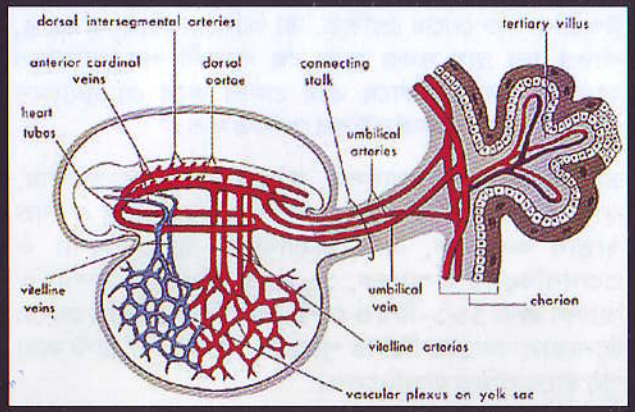


চিত্র ১ঃ আলাকাহ পর্যায়ে জোঁক ও মানব ভ্রূণের সাদৃশ্য।

আরবী শব্দ আলাকাহ-র তিনটি অর্থ আছেঃ (১) জোঁক - একটা জোঁকের সাথে আলাকাহ পর্যায়ে গর্ভস্থ মানব ভ্রূণের তুলনা করলে আমরা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। তাছাড়া, জোঁকের মত এই পর্যায়ে ভ্রূণ তার মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি গ্রহন করে (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। (২) ঝুলন্ত বস্তু - আলাকাহ পর্যায়ে মাতৃগর্ভে (জরায়ু) ভ্রূণের ঝুলন্ত অবস্থা দেখতে পাই (২নং চিত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়)। (৩) রক্তপিন্ড - আলাকাহ পর্যায়ে ভ্রূণ ও তার থলি সমূহকে (আবরণকে) একত্রে রক্তপিন্ডের মত দেখায়। এর কারণ হল, এই পর্যায়ে ভ্রূণে প্রচুর পরিমাণে রক্ত উপস্থিত থাকে। (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

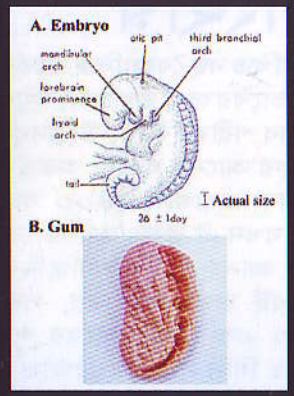


চিত্র২ঃ আমরা এই চিত্রে আলাকাহ পর্যায়ে মাতৃগর্ভে (জরায়ু) ভ্রূণের ঝুলন্ত অবস্থা দেখতে পাই। (দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান, মুর ও পারসড, ৫ম সং পৃঃ ৬৬)



চিত্র ৩ঃ আলাকাহ পর্যায়ে ভ্রূণের প্রাথমিক কার্ডিওভাস্কুলার গঠনতন্ত্র (দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান, মুর ও পারসড, ৫ম সং পৃঃ ৬৫)

পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত পরের পর্যায়টি হল 'মুদ্‌গহ্' যার অর্থ হল ''চর্বিত দ্রব্য''। যদি কেউ এক টুকরো চুইংগাম নিয়ে দাঁতে চর্বণ করার পর তাকে এই পর্যায়ের ভ্রূণের সাথে তুলনা করে তাহলে, উক্ত দ্রব্যের সাথে ভ্রূণের হুবহু মিল দেখতে পাবে। এর কারণ হল ভ্রূণের পিছনের দিকে অবস্থিত সোমাইটিস (মেরুদন্ড গঠনকারী কোষ), ডঃ মুর এবং ডঃ পারসড-এর মতে যা ''চর্বিত দ্রব্যের উপর দাঁতের ছাপের মত দেখতে। (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)



চিত্র ৪ঃ
ক) মুদ্‌গহ্ পর্যায়ে ভ্রূণের চিত্র। আমরা এই চিত্রে ভ্রূণের পিছনে অবস্থিত দাঁতের ছাপের সদৃশ্য সোমাইটস কোষ দেখতে পাই। (দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান, মুর ও পারসড, ৫ম সং পৃঃ ৭৯)

খ) একটি চর্বিত চুইংগামের চিত্র।

মাতৃগর্ভে ৪০ দিন

প্রফেসর সিম্পসন হলেন বেয়ার কলেজ অফ মেডিসিন, হুসটন-এর ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আনবিক ও মানব জেনেটিক্স এর অধ্যাপক, ঈশ্বর প্রেরিত দূত মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর নিম্নলিখিত দুটি বাণীঃ ''তোমাদের সৃষ্টির সমস্ত অংশ মাতৃগর্ভে ৪০ দিনের মধ্যে একত্রিত হয়েছে..... ''

এবং

''যদি ভ্রূণের ৪২-টি রাত অতিক্রান্ত হয়, ঈশ্বর তার কাছে একটি দূত পাঠান, যিনি ভ্রূণকে আকার দেন এবং তার শ্রবণ, দর্শন, চর্ম, মাংস ও অস্থি গঠন করেন..... ''

বিশ্লেষণ করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম ৪০ দিন হল একটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত পর্যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী, ছয় সপ্তাহের (৪২ রাত) শেষের সময়েই ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Limbs) সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে। চতুর্থ ও অষ্টম সপ্তাহের মধ্যে যে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এই সময় তা শিখরে পৌঁছায়।

তিনি ঈশ্বরের দূত মুহাম্মদের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বাণীর চরম যথার্থতা এবং নির্ভুলতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত (Impressed) হয়েছিলেন।

যে সমুদ্রদ্বয় একত্রে মেশে না

সমুদ্রের ক্ষেত্রে ঈশ্বর বলেছেনঃ ''তিনি দুটি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে এক অন্তরাল আছে যা তারা অতিক্রম করে না'' কুর'আন (৫৫ঃ১৯-২০)।

সমুদ্রবিজ্ঞানীরা খুব সাম্প্রতিক কালেই এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি আবিষ্কার করেছেন যে ভিন্ন ধর্মের সমুদ্রগুলি নিজেদের মধ্যে মেশে না। ঘনত্বের ভিন্নতার জন্য যে প্রাকৃতিক শক্তি সন্নিহিত সমুদ্রের জলকে পরস্পরের সাথে মিশতে দেয় না, সেটি হল, পৃষ্ঠটান। এটার জন্য মনে হয় যেন তাদের মধ্যে একটি পাতলা পর্দা রয়েছে।

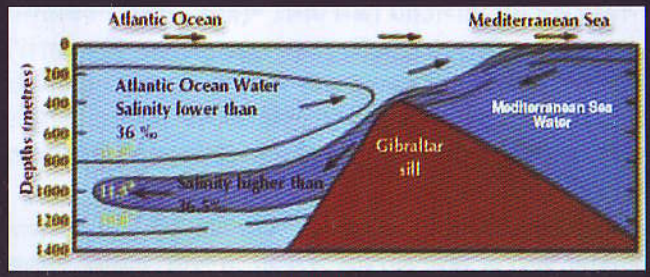


Figure 5